যুগান্তর

তারিখ ... 30 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৭ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সমাবর্তন

সালাম সাকলাইন • আহমেদ সুমন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আজ কদিন ধরেই উৎসবের আমেজ। উপলক্ষ্য আজ ৩০ জানুয়ারি চতুর্থ সমাবর্তন। এ জন্য ক্যাম্পাসকে সাজানো হয়েছে বর্ণিল রূপে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং তেরটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও উপ-কমিটিগুলোর সদস্যরা ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ জিল্লুর রহমান ভাষণ দিচ্ছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রছাত্রীদের সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে। সমাবর্তন বক্তার ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান বিচারপতি মোঃ তফাজ্জল ইসলাম। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরও সমাবর্তনে ভাষণ দিচ্ছেন।

আসলে সমাবর্তন অনুষ্ঠান একটা উৎসবও বটে। ইংরেজি কনভোকেশনের আভিধানিক অর্থ সমাবর্তন বা সমাবর্তন সভা। তবে সমাবর্তনকে বাঙালির প্রাচীন উৎসব হিসেবে গণ্য করা হত সম্ভবত বৈদিক যুগে। সেই প্রবাদসিদ্ধ বিষয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উপাধিদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ইংল্যান্ডে কনভোকেশন বা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উৎপত্তি ধর্মীয় আচারের মধ্য দিয়ে, আনুমানিক সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এর শুরু। ওই সময়ে, অ্যাংলো-স্যাক্সন আমলে ইংল্যান্ডের গির্জার পুরোহিত-পাদ্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ে বিশেষ ধরনের কনভোকেশনের আয়োজন করা হত। প্রধানত ক্যান্টারব্যারি ও ইয়র্কে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা জানা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক সমাবর্তনের আচার-সংস্কৃতি অক্সফোর্ড বা ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবপ্রসূত হলেও বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েও যে সপ্তম শতাব্দীতে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হত, তার তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন পুন্ড্র, পাহাড়পুর ও ময়নামতি বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহেও সপ্তম শতাব্দীর আগে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাশুরুতে দীক্ষা গ্রহণ এবং সমাপনীতে সমাবর্তন আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায়।

এই সময়েও সমাবর্তন যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. মফিজউল্লিন আহমদ 'বাংলাদেশে উচ্চতর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষা, গবেষণা ও প্রয়োগ' শীর্ষক ভাষণ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (১৯৯৬) প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান। তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন প্রধান বিচারপতি মেজাম্মেল হোসেন কামাল।

চতুর্থ সমাবর্তন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯ বছরে পদার্পণ করেছে। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএম আহসান আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। তবে এর আগে ৪ জানুয়ারি অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে ক্লাস শুরু হয়। প্রথম ব্যাচে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল একশ পঞ্চাশ জন। ইতিহাসের এ পরিক্রমায় ৩৯ বছর একেবারে কম সময় নয়; আবার দীর্ঘ সময়ও নয়। চারটি বিভাগ ও একশ পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রতিষ্ঠার ৩৯ বছর পর সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাযাত্রার অগ্রদূত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাতাশটি বিভাগ ও দুটি ইন্সটিটিউটে তের হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী আছেন। বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৫৫২ জন, অফিসার ২২১ জন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৫৬৫ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ৭০১ জন।

অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর বাণিজ্য অনুষদ খোলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে মূল উদ্দেশ্য ছিল, উচ্চতর গবেষণায় মনোনিবেশ, সে দিকে বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে চলছে। ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৭০০৮ জন গ্রাজুয়েট ও ১৪০২৫ জন স্নাতকোত্তর, ১৫৪ জন এমফিল গবেষক ও ২০০ জন পিএইচডি গবেষক তাদের গবেষণা সম্পন্ন করে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। চতুর্থ সমাবর্তনে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ৩৮৭৪ জন স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ছাত্রছাত্রী, ২২ জন এমফিল এবং ৫৩ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী রেজিস্ট্রেশন করেছেন।

প্রায় ৪ দশকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণাসহ অন্যান্য শিক্ষা কর্মকাণ্ডে গৌরব অর্জন করেছে। একটি উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রার প্রাক্কালে দেশের খ্যাতনামা শিক্ষকদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। গণিত বিভাগে অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপক মালিক খসরু চৌধুরী, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে অধ্যাপক এমআই চৌধুরী, পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক এমএ রকিব, রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক মাহবুবুল হক, ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ, বাংলা বিভাগে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক আবু রুশদ মতিন উদ্দিন, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রমুখ স্বনামে খ্যাতি অর্জনকারী শিক্ষকদের মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

বিভিন্ন সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক ড. মফিজউল্লিন আহমদ, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক ড. আফম কামাল উদ্দিন, অধ্যাপক মোহাম্মদ নোমান, অধ্যাপক ড. কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক আবুল হোসেন, অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আবদুল বায়েস, অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ড. খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান এবং অধ্যাপক বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং দেশে-বিদেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধিতে তারা অবদান রেখেছেন।